দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 NOV 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

ঢাবির অচলাবস্থা কাটেনি ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত ॥ শিক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠায়

॥ মিজানুর রহমান ॥

১৪ দলের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণার পর দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সচল হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটেনি। গতকাল শনিবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ১৪ দল সমর্থিত ছাত্রলীগসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ও সনাতন পদ্ধতির সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। গতকাল প্রশাসনিক ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ (১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির অচলাবস্থা

(২০শ পৃঃ পর)

ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিনস কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। প্রশাসনিক ভবনের একটি সূত্র জানিয়েছে, অবরোধ ও ধর্মঘটের কারণে এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এর ফলে সেশনজটের সম্মুখিন হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসের এ অচলাবস্থায় শিক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠায় ভুগছে।

এদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক শীর্ষ নেতা বলেছেন, তাদের ১০ দফাসহ অন্যান্য দাবি মেনে না নেয়া হলে ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। অপরদিকে ছাত্রদল ঘোষণা দিয়েছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট প্রত্যাহার না করলে তাদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। গতকালও ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মীর মিছিল তিন নেতার মাজারের সামনে দিয়ে টিএসসির দিকে অগ্রসরের চেষ্টা করলে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা তাদের ধাওয়া দেয়। এ সময় ৮/১০ রাউন্ড গুলি এবং ৫/৭টি ককটেলের বিস্ফোরণ হয়। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নেতৃত্বে ৪০/৫০ জন নেতাকর্মী ছাত্রলীগের মিছিলকে ধাওয়া করে। ছাত্রলীগও পাল্টা ধাওয়ার চেষ্টা করে। তবে পরে তারা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, ছাত্রলীগ ধর্মঘট প্রত্যাহার না করলে তাদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। তিনি অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগ বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চায়। ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের গণতান্ত্রিক দাবি বাস্তবায়ন না হলে ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন শিক্ষার স্বার্থে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে এবং ছাত্রদলও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে।